যুগান্তর

তারিখ 12 OCT 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পনের বছর ধরে অচল শাকসু

শাবি প্রতিনিধি

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদ (শাকসু) পনের বছর ধরে অচল অবস্থায় রয়েছে। তহবিল লুটপাট হয়েছে একাধিকবার। অর্থ নয়ছয় হয়েছে বিএনপি-জামায়াত ও বর্তমান মহাজোট সরকার সমর্থিত প্রশাসনের সময়। গত আট বছরে প্রায় দুই কোটি টাকা নয়-ছয় হয়েছে। বর্তমানে আটটি ছাত্র সংগঠন সক্রিয় থাকলেও সংগঠনগুলো নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত হয়েছে। মাঝে মাঝে প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলো উচ্চবাচ্য করলেও মিছিল-সমাবেশেই তা সীমাবদ্ধ। ছাত্রসংসদ নির্বাচনের দাবিতে চলতি মাসের এক সপ্তাহ ধরে শাবি শাখা জাতীয় ছাত্রদল (একটিএফ) ক্যাম্পাসে অর্ধচিত্র প্রদর্শনী ও পালাক্রম কর্মসূচির পালন করে। জানা গেছে, ১৯৯৭ সালে শাকসুর সর্বশেষ নির্বাচন হয়। এতে নির্বাচিত কমিটি এক বছরের জন্য দায়িত্ব পালন করে। তবে এরপর আর কোন নির্বাচন না হওয়ায় ওই কমিটির নেতাকর্মীরা ২০০৪ সাল পর্যন্ত নামমাত্র দায়িত্ব পালন করে অর্থ লুটপাট করে। শাকসুর ভিপি কামরুল হাসান কবির্ব এবং সাধারণ সম্পাদক তারিকুল আলম মামুন গঠিত কমিটি ওই সময় শিক্ষার্থীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট তেমন কোন কাজ করেনি। বর্তমানে প্রতি সেমিস্টারে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে সাংসদের জন্য ইউনিয়ন ফি নাম দিয়ে ৪০ টাকা এবং ছাত্রছাত্রীর কল্যাণ ফি নাম দিয়ে ৬০ টাকা করে নেয়া হয়। ফলে গত আট বছরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এক কোটি আট লাখ টাকা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করে। শিক্ষার্থীরা জানে না এ টাকা কোথায় খরচ হয়। বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত ভিপি প্রফেসর ইলিয়াস উদ্দিন বিশ্বাসও জানেন না শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায়কৃত সব টাকা কোথায় ব্যয় করা হয়েছে। তিনি জানান, সব ছাত্র সংগঠন এক হয়ে দাবি জানালে শাকসু নির্বাচন দেয়া হবে। দীর্ঘদিন শাখিতে ছাত্রসংসদ নির্বাচন হয় না বলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সুস্থ ধারার রাজনৈতিক চর্চা থমকে আছে। শাকসু নির্বাচনের ব্যাপারে কোন উদ্যোগ না থাকায় বর্তমানে এর কোন কার্যালয় নেই, নির্বাচিত কোন ছাত্রনেতা নেই, আছে কেবল শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের জন্য শিক্ষকদের মধ্য থেকে একজন সভাপতি ও একজন কোষাধ্যক্ষ। ছাত্রসংসদের সাবেক নেতা ও প্রবীণ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ১৯৯১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি শাবির একাডেমিক যাত্রা শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত মিট ২১ বছরে ছাত্রসংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে মাত্র পাঁচবার। ছাত্রসংসদের সর্বশেষ নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৭ সালে। এ সংসদের নির্বাচিত সব সদস্যের ছাত্রত্ব শেষ হয়েছে বহু আগেই। ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হয় দলীয়করণ। বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত শিক্ষক কর্মকর্তারা কব্জা করে নেয় পুরো প্রশাসন। ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির ক্যাম্পাসে কয়েক বছর ছাত্রের রাজত্ব। ছাত্রদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আদায়ের বেশ ছাত্রসংসদ পরিণত হয় তাদের দলীয় কার্যালয়ে। শুরু হয় মোটা অঙ্কের অর্থ লুটপাট। হিসাব দফতর সূত্রে জানা যায়, জোট সরকারের আমলে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা ৭ নভেম্বর, জাতীয়তা দিবস, বিজয় দিবসসহ বিভিন্ন দিবস উদযাপনের নাম দিয়ে শাকসুর তহবিল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় নয় লাখ টাকা নিজেদের পকেটে ভরেছে। তৎকালীন দুর্নীতির দায়ে অপসারিত ভিপি ড. মোসলেহ উদ্দিন আহমদ ও ছাত্রকল্যাণ উপদেষ্টা ড. সাজেদুল করিম ছাত্রদল নেতাকর্মীদের হাতে এ অর্থ তুলে দিতেন বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। অর্থ লুটপাট ও দলীয় কার্যক্রম পরিচালনা করতে ছাত্রদল-ছাত্রশিবির শাকসু নির্বাচন বন্ধ রাখে বলে একাধিক সূত্র জানিয়েছে। এ চিত্র শুধু বিএনপি-জামায়াত জোটের নয়— বর্তমান মহাজোট সরকারের সময়ও একইভাবে অর্থ লুটপাট অব্যাহত রয়েছে। সাধারণ ছাত্রদের দাবি সবসময়ই উপেক্ষিত থেকেছে। ছাত্রসংগঠনগুলোর মাঝে কোন্দল ও কর্তৃপক্ষের অবহেলাসহ নানা সমস্যার ফলে এখনো দীর্ঘ বছর ধরে ছাত্রসংসদ নির্বাচন সুস্থ না। শাবি শাখা ছাত্রলীগের আহ্বায়ক শামসুজ্জামান চৌধুরী সুমন বলেন, ছাত্রদের অধিকার আদায়ের জন্য দ্রুত শাকসু নির্বাচন দিতে হবে। শাবি শাখা সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক তানভীর আহমেদ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে শাকসু নির্বাচনের দাবি জানান। জাতীয় ছাত্রদল (একটিএফ) শাবি শাখার সভাপতি প্রদীপ দত্ত জানান, গণতান্ত্রিক চর্চার মধ্য দিয়ে আগামী দিনের নেতৃত্ব গড়ে তুলতে ছাত্রসংসদ নির্বাচন দরকার। বিতর্কিত ছাত্রদের সমস্যা দিয়ে কথা বলার জন্য কোন ছাত্র প্রতিনিধি নেই। তিনি অবিলম্বে শাকসু নির্বাচনের জন্য কার্যকরী কার্যক্রম গ্রহণের দাবি জানান। ছাত্রদল আহ্বায়ক এএম নাহাতীর আলম বলেন, ছাত্রসংসদ নির্বাচন চালু হলে নেতৃত্ববৃত্তি ছাত্র রাজনীতির অবসান হবে। শাকসু না থাকায় বর্তমান মহাজোট শাসনের পুরো ছাত্র সংগঠন অর্থ লুটপাট করছে। ছাত্রশিবির সভাপতি হুসাইন আহমেদ জানান, ছাত্রসংসদ নির্বাচন না হওয়ায় যোগ্য নেতৃত্ব তৈরি হচ্ছে না।

> আট বছরে প্রায় দুই কোটি টাকা লুটপাট
> শিক্ষার্থীরা জানে না তাদের কাছ থেকে
> আদায়কৃত টাকা কোন খাতে ব্যয় হয়